দৈনিক খবর

তারিখ 16 MAR 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ক্যাম্পাসে বন্দুকযুদ্ধ ঃ ছাত্র হত

বেশ কিছুদিন মোটামুটি শান্ত থাকার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ইদানীং আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। শুরু হয়েছে রক্তের হোলী খেলা। ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে কেন্দ্র করে দু'গ্রুপের মধ্যে গোলাগুলী শুরু হলে কিছুদিন আগে ছাত্রলীগ নেতা বাদল নিহত হন। তারপর উভয় গ্রুপের মাস্তানরা পরস্পরকে লক্ষ্য করে গুলীবর্ষণ করতে থাকলে ক্যাম্পাসে আবার আতংক ছড়িয়ে পড়ে। গত শুক্রবার বিএনপি সমর্থিত ছাত্রদল নতুন করে সন্ত্রাসী তৎপরতা শুরু করলে ক্যাম্পাস রীতিমত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এতে ছাত্র ইউনিয়নের বিশিষ্ট সদস্য মইন হোসেন রাজু মাথায় গুলীবিদ্ধ হয়ে নিহত হন।

বিভিন্ন সংবাদপত্রের রিপোর্টে প্রকাশ, গত শুক্রবার প্রতিদ্বন্দ্বী দু'টি সংগঠনের অস্ত্রধারীদের প্রচন্ড গুলী বিনিময়ের একপর্যায়ে সন্ত্রাসবিরোধী মিছিলে অংশগ্রহণকারী ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য মইন হোসেন রাজু মাথায় গুলীবিদ্ধ হয়ে শোচনীয় মৃত্যুবরণ করেন। গুলী বিনিময়ে আরো ১০/১২ জন ছাত্র-ছাত্রী আহত হন। পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন একজন ছাত্রের অবস্থা আশংকাজনক।

ক্যাম্পাসে গত শুক্রবারের বন্দুকযুদ্ধ ছিল সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে ভয়াবহ। প্রায় ১৫ মিনিটের ব্যবধানে দেড় শতাধিক রাউন্ড গুলীবর্ষিত হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে ৩০/৩৫ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় টিএসসি'র আনন্দমুখর পরিবেশে হঠাৎ করে ছাত্রদলের অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা সড়কদ্বীপে অবস্থান নিয়ে ছাত্রলীগ কর্মীদের লক্ষ্য করে গুলীবর্ষণ শুরু করলে উভয়পক্ষে এক ভয়াবহ বন্দুকযুদ্ধের অবতারণা হয়। সন্ত্রাসীরা সামরিক কায়দায় রাস্তায় শুয়ে প্রতিপক্ষের ওপর গুলীবর্ষণ করছিল। কেউ কেউ ক্রলিং করে অগ্রসর হতে হতে গুলী চালাচ্ছিল। অদূরে পুলিশ হাজির থাকলেও তারা হস্তক্ষেপ করেনি কিংবা অস্ত্রধারী মাস্তানদের ধরার চেষ্টা করেনি। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা সন্ত্রাসীদের সাহস বৃদ্ধির সহায়ক হয়। ব্যাপক গুলী বিনিময়ের মধ্যে গোটা এলাকা রণক্ষেত্রের রূপ ধারণ করে। টিএসসিতে উপস্থিত সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে প্রাণভয়ে কাঁদতে থাকে। পুলিশ উপর্যুপরি কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করলে সন্ত্রাসীরা ছত্রভঙ্গ হয়। নিহত ও আহত ছাত্রদের রক্তে টিএসসি চত্বর রঞ্জিত হতে দেখা যায়। পরের দিনও চাপ চাপ রক্তের দাগ পথচারীদের নজরে পড়ে। কয়েকটি হলে সাধারণ ছাত্ররা সন্ত্রাসবিরোধী মিছিল বের করে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। গোলাগুলীর সময় অদূরে অপেক্ষমান পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার নিন্দা করেছেন অনেকে। গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য ছাত্র ইউনিয়ন সদস্য মইন হোসেন রাজু নিহত হওয়ার ঘটনায় বিএনপি সমর্থিত জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে দায়ী করে বলেছে, গণ-আদালতে গোলাম আযমের বিচারের দাবীতে যে সংগ্রাম গড়ে উঠেছে সে সংগ্রামকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এই গুলী চালান হয়েছে।

এ ঘটনার পেছনে কারণ যাই থাকুক, এর পরিণতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট হবে। আমরা সব সময় বলে এসেছি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হলে ক্যাম্পাসে অস্ত্রধারীদের প্রবেশ কঠোরভাবে বন্ধ করতে হবে। কয়েকটি হল বহিরাগত সন্ত্রাসীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে বলে পত্র-পত্রিকায় বিস্তর খবর ছাপা হওয়া সত্ত্বেও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার বা উৎখাতের জন্য কর্তৃপক্ষ কোনো কার্যকর ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত নেননি। কতিপয় হলে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ মজুদ করার খবরও কাগজে ছাপা হয়েছে। তাছাড়া মাইক্রোবাসে করে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা হরদম ক্যাম্পাসে আসা-যাওয়া করে; কিন্তু পুলিশ তাদের গ্রেফতার করেছে এমন খবর শোনা যায়নি। সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করতে পুলিশ কার্পণ্য করছে কেনো তা আমাদের বোধগম্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই বা এ ব্যাপারে নিস্পৃহ কেন? অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা যে নিয়মিত ক্যাম্পাসে আসা-যাওয়া করে এমনকি হলে অবস্থান নিয়ে প্রতিপক্ষকে আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে থাকে, সে খবর কি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানেন না? আর জানলে তাদের গ্রেফতারের জন্যে পুলিশের সাহায্য চাওয়া হয় না কেন? বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই নিষ্ক্রিয়তা অভিভাবক মহলে সংশয়ের উদ্রেককরেছে।

গত শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের শোক মিছিলে বিএনপি সমর্থিত জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের গুলীবর্ষণ এবং পুলিশের বেধড়ক লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপের ঘটনায় আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়েছি। হত্যাকারীদের গ্রেফতার না করে পুলিশ উল্টো শান্তিবাদী ছাত্রদের মিছিলে লাঠিচার্জ করে সন্ত্রাসীদেরই উৎসাহ যুগিয়েছে। পুলিশের এহেন আচরণ সরকারের মুখকেই কলংকিত করবে।

ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করে পুলিশের সহায়তা চাইবেন এটাই বাঞ্ছনীয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের জন্যে পুলিশের সাহায্য না চাইলে পুলিশ হলে প্রবেশ করতে পারে না। তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। তারা সক্রিয় হলে পুলিশও সক্রিয় হয়ে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হবে। ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে হলে তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের যৌথ ভূমিকা প্রয়োজন। উভয়ে পরস্পরের সহযোগিতায় ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছেন এটাই আমরা দেখতে চাই।

ক্যাম্পাসে আর কত রক্ত ঝরবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে আর কত ছাত্রকে লাশ হয়ে বাড়ী ফিরতে হবে- এটাই জনগণের জিজ্ঞাসা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সরকার উভয়ই এ ব্যাপারে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। ক্যাম্পাসে উপর্যুপরি অস্ত্রের মহড়া এবং সন্ত্রাসীদের গুলীতে ছাত্রের রক্ত ঝরতে থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ওপর যেমন অভিভাবকদের আস্থা থাকবে না, তেমনি সরকারের ওপরেও জনগণের আস্থা শিথিল হতে বাধ্য। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি এবং মানুষের জানমালের নিরাপত্তার অভাব সরকারের অক্ষমতাই প্রমাণ করে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অব্যাহত সন্ত্রাসের দায়-দায়িত্ব থেকেও ক্ষমতাসীন সরকার অব্যাহতি পেতে পারেন না। এ জন্যে তাদেরকেও জনগণের কাছে জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে।